CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS

SEM III CC7: PERSPECTIVES ON INTERNATIONAL RELATIONS AND WORLD HISTORY

TOPIC C - iv : An Overview of Twentieth Century IR History
World War II - Causes and Consequences
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ -কারণ এবং ফলাফল

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

---

World War II - Causes and Consequences
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ -কারণ এবং ফলাফল

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এ যাবৎকাল পর্যন্ত সংঘটিত সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল, এই ছয় বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়সীমা ধরা হলেও ১৯৩৯ সালের আগে এশিয়ায় সংগঠিত কয়েকটি সংঘর্ষকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। তৎকালীন বিশ্বে সকল পরাশক্তি এবং বেশিরভাগ রাষ্ট্রই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং দুইটি বিপরীত সামরিক জোটের সৃষ্টি হয়; মিত্রশক্তি আর অক্ষশক্তি। এই মহাসমরকে ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্তৃত যুদ্ধ বলে ধরা হয়, যাতে ৩০টি দেশের সব মিলিয়ে ১০ কোটিরও বেশি সামরিক সদস্য অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ খুব দ্রুত একটি সামগ্রিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং সামরিক ও বেসামরিক সম্পদের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য না করে তাদের পূর্ণ অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা প্রয়োগ করা শুরু করে। এছাড়া বেসামরিক জনগণের উপর চালানো নির্বিচার গণহত্যা, হলোকস্ট (হিটলার কর্তৃক ইহুদীদের উপর চালানো গণহত্যা), পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ প্রভৃতি ঘটনায় কুখ্যাত এই যুদ্ধে প্রায় ৫ কোটি থেকে সাড়ে ৮ কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এসব পরিসংখ্যান এটাই প্রমাণ করে যে এটাই পৃথিবীর ইতিহাসে নৃশংসতম যুদ্ধ।

পূর্ব এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের লক্ষে জাপান ১৯৩৭ সালে প্রজাতন্ত্রী চীনে আক্রমণ করে। পরবর্তীতে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে এবং তার ফলশ্রুতিতে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় ঘটনাটিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা বলে গণ্য করা হয়।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত একনাগাড়ে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা আর চুক্তি সম্পাদনার মাধ্যমে জার্মানি ইতালির সাথে একটি মিত্রজোট গঠন করে এবং ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল নিজের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়। মলোটভ- রিবেনট্রপ চুক্তি অনুসারে জার্মানি আর সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের দখলিকৃত পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড ও বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। এই সময় শুধু যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিল (যেমন 'উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধসমূহ' আর বহুদিন ধরে চলা 'আটলান্টিকের যুদ্ধ')।

১৯৪১ সালের জুন মাসে ইউরোপীয় অক্ষশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে যার ফলশ্রুতিতে সমর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রণাঙ্গনের অবতারণা ঘটে। এই আক্রমণ অক্ষশক্তির সামরিক বাহিনীর একটা বড় অংশকে মূল যুদ্ধ থেকে আলাদা করে রাখে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপান অক্ষশক্তিতে যোগদান করে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় উপনিবেশগুলো আক্রমণ করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশ অঞ্চল জয় করতে সক্ষম হয়।

১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির সাথে যোগ দেয়। মূলত জার্মানি এবং জাপান দুই অক্ষশক্তিই যুক্তরাষ্ট্রে আক্রমণ করার মাধ্যমে একে যুদ্ধে ডেকে আনে। অপরদিকে চীনের সাথে জাপানের ছিল পুরাতন শত্রুতা; ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই এই দুই দেশের মধ্যে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ চলছিল। এর ফলে চীনও মিত্রপক্ষে যোগদান করে। ১৯৪৫ সালে জার্মানি এবং জাপান উভয় দেশের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

এই যুদ্ধে নব্য আবিষ্কৃত অনেক প্রযুক্তির ধ্বংসাত্মক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ প্রয়োগ ছিল পারমাণবিক অস্ত্রের। মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেই এই মারণাস্ত্র উদ্ভাবিত হয় এবং এর ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়েই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। সকল পুণর্গঠন কাজ বাদ দিলে কেবল ১৯৪৫ সালেই মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই যুদ্ধের পরপরই সমগ্র ইউরোপ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়; এক অংশ হয় পশ্চিম ইউরোপ আর অন্য অংশে অন্তর্ভুক্ত হয় সোভিয়েত রাশিয়া। পরবর্তীতে এই রুশ ইউনিয়নই ভেঙে অনেকগুলো ছোট ছোট রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয় ন্যাটো আর সমগ্র ইউরোপের দেশসমূহের সীমান্তরেখা নির্ধারিত হতে শুরু করে। ওয়ারস প্যাক্টের মাঝে অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ নিয়ে দানা বেঁধে উঠে স্নায়ুযুদ্ধ। এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বমঞ্চে অভিনব এক নাটকের অবতারণা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ:

যুদ্ধোত্তর সময়ে মিত্রশক্তির দেশসমূহের মধ্যে তোষণ নীতির মাধ্যমে সমঝোতার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় যা নির্দেশক শক্তির ভূমিকা পালন করে যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি এবং জাপানের আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদকে দায়ী করে এই কারণটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি তার সম্পদ, সম্মান এবং ক্ষমতার প্রায় সবটুকুই হারিয়ে বসে। এর সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারার মূল কারণ ছিল জার্মানির হৃত অর্থনৈতিক, সামরিক এবং ভূমিকেন্দ্রিক সম্পদ পুণরুদ্ধার করা এবং পুনরায় একটি বিশ্বশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা। এর পাশাপাশি পোল্যান্ড এবং ইউক্রেনের সম্পদসমৃদ্ধ ভূমি নিয়ন্ত্রণে আনাও একটি উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করেছে। জার্মানির একটি জাতীয়

আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপর সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তি হতে বেরিয়ে আসার। এরই প্রেক্ষাপটে হিটলার এবং তার নাজি বাহিনীর ধারণা ছিল যে একটি জাতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে সংগঠিত করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল - শীতল যুদ্ধ - প্রেক্ষাপট, উদ্ভব ও মেরুকৃত বিশ্বরাজনীতি:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পরিসমাপ্তি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতি বা অবয়বকে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তন করে। গ্রেট ব্রিটেনের অতীত সম্রাজ্যের বিপুল অংশ হাতছাড়া হয়ে যায়। তথাকতিথ বিশ্বশক্তি কাঠামোর যারা অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী হিসাবে পরিচিত ছিল -যেমন, জার্মানি, ইতালি ও জাপান, সর্বার্থে পরাজিত হয়, ফ্রান্স বিপর্যস্ত হয়। দুটি শক্তিধর দেশের বিজয়ী রূপে আবির্ভাব ঘটে **সোভিয়েত ইউনিয়ন** এবং **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।**

সোভিয়েত ইউনিয়ন, যদিও নিঃষেশিত, তবুও পোল্যাণ্ড, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও চেকশ্লোভাকিয়ায় কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইউরোপের অর্ধেক লাভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের সঙ্গে ভৌগোলিক দূরবর্তিতার দরণ পূর্বেকার মতো অপেক্ষাকৃত অক্ষত থাকে এবং সেই সময়ে (১৯৪৫-৪৮) আমেরিকাই একমাত্র আণবিক শক্তির অধিকারী ছিল।

এই দুই আদর্শগত ভাবে বিরোধী বিজয়ী শক্তির মধ্যেকার প্রতিযোগিতা, যা কিনা ৪৫ বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়, পূর্বের অন্যান্য প্রতিযোগিতা থেকে লক্ষ্যণীয় ভাবে পৃথক আকার ধারণ করে। তার কারণ, উভয় শক্তিই সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় যে আণবিক বোমা ও দ্রুতগামী ক্ষেপণাস্ত্র (Superfast Ballistic Missiles) আবির্ভাব হওয়ায়, ভবিষ্যতে সর্বশক্তি প্রয়োগে মুখোমুখি সামরিক বিরোধিতা উভয়পক্ষের জন্যই আত্মঘাতী। এই কারণবশত, প্রতিযোগিতাটি উষ্ণ (Hot) যুদ্ধের আকার ধারণ না করে "শীতল" (Cold) রূপেই থেকে যায়।

শীতল যুদ্ধের উৎস :

কয়েকজন বিশেষজ্ঞ শীতল যুদ্ধের উৎস সন্ধান করেন ১৯১৭ সালের বলসেভিক বিপ্লবের (Bolshevik Revolution) সময় থেকে যখন বিশ্বে প্রথম সাম্যবাদী (Communist) রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যার মূল লক্ষ্যই ছিল পৃথিবীব্যাপী সাম্যবাদের বিস্তার এবং ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত পরাজয়। শীতল যুদ্ধের উৎসের পেছনে আরও অনেক প্রত্যক্ষ কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীনই উদ্ভূত উদ্দেশ্যে গঠিত অভিন্ন মহাজোটে যোগদান করে, কিন্তু তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছিল।

প্রথম বিষয়টি ছিল পশ্চিমি শক্তিগুলির দ্বারা নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে ইউরোপ থেকে দ্বিতীয় একটি রণক্ষেত্র খোলা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪১ সালের জুন মাস থেকেই দ্বিতীয় রণক্ষেত্রটি খোলার ব্যাপারে চাপ সষ্টি করে আসছিল, অবশেষে পশ্চিমের প্রধান সেনাপতি (Supreme Commander General D Wight Eisenhower; পরবর্তীকালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি) রণক্ষেত্রটি খোলেন ১৯৪৪ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে। সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করেছিল এই বিলম্বটিকে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বুলগেরিয়াকে দুর্বল করবার লক্ষ্যে একটি সুচিন্তিত কৌশল মাত্র|

দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যত - যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে পোল্যাণ্ড একটি গণতান্ত্রিক সরকার পাবে কি না এবং জার্মানির সঙ্গে পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যত সীমানা কি হবে - এই প্রশ্নগুলি ১৯৪৩–র ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত মহাজোটের তেহরান সম্মেলনে উঠেছিল এবং তার পরে আবার ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ইয়ালটা (ক্রিমিয়া) সম্মেলনেও উঠেছিল। ১৯৪৫-র জুলাই-আগস্টে পটসড্যাম সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে Oder-Neisse Line হবে স্বীকৃতীহীন প্রকৃত (de-facto) পোলিশ-জার্মান সীমানা, যার চূড়ান্ত আইনি মর্যাদা স্থির করবে ভবিষ্যৎ জার্মান সরকারের সঙ্গে একটি ভবিষ্যত শান্তিচুক্তি|
কিন্তু পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য সোভিয়েত অধিকৃত পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলিতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও প্রকার সন্তোষজনক মতৈক্য হয়নি।

কলহের আর একটি কারণ পরাজিত জার্মানির কাছ থেকে যুদ্ধের খেসারত স্বরূপ অর্থ (Reparation) নেওয়া| সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানির কাছ থেকে কুড়ি বিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্ষতিপূরণ আদায় করে অর্ধেক ভাগ নেওয়া। অন্যদিকে যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে পশ্চিমি শক্তিগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ক্ষতিপূরণ আদায়ের সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি আর করতে চায়নি; যেহেতু পরাজিত জার্মানিকে পশ্চিমি সাহায্যের দ্বারাই সচল রাখতে হয়েছিল এবং চরম দুর্দশাগ্রস্থ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে নাসিবাদের উত্থান ডেকে এনেছিল।

ইয়াল্টতে আপোস মীমাংসা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে মস্কো জার্মানির অধিকৃত পশ্চিম অঞ্চলগুলি থেকে উদ্বৃত্ত শিল্পের ১৫ শতাংশ স্বাধিকৃত অঞ্চলের শিল্পের উপর ১০০ শতাংশ অধিকার স্বত্ত্ব ভোগ করবে ও বিনা অতিরিক্ত ব্যয়ে পশ্চিম অঞ্চল থেকে উদ্বৃত্ত শিল্প সোভিয়েত ইউনিয়নে স্থানান্তরিত করা হবে|

এই ব্যাপারগুলি ছাড়াও অন্যান্য যে সকল বিবাদের বিষয়গুলি ছিল, সেগুলি হল -

- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত মতভেদ - যেখানে পশ্চিমি দেশগুলি রাজ হয়েছিল শুধুমাত্র তিনটি সদস্যপদ দিতে : যথা সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউক্রেন ও বেলারুশের জন্য, কিন্তু এর বিপরীতে সোভিয়েত দাবি জানায় তার ষোলোটি সাধারণতন্ত্রের প্রত্যেককেই আলাদাভাবে সদস্যপদ দিতে| এবং

- যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ইরান, তুরস্ক ও গ্রিসে সোভিয়েত বিতর্কিত ভূমিকা।

এই রকম অবস্থার বিপরীতে আসন্ন শীতল যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু স্বতন্ত্র অথচ দিকনির্দেশক ঘটনাও ঘটে যেমন –

- Winston Churchill ১৯৪৬ সালের ৫ই মার্চ তারিখে তার বিখ্যাত ফুল্টন ভাষণে (Fulton Speech) সমগ্র ইউরোপ জুড়ে "লৌহ যবনিকার" (Iron Curtain) ধারণাটিকে ঘোষণা করেন,
- ১৯৪৭ সালের ১২ ই মার্চ তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান ট্রুম্যান নীতি-র (Truman Doctrine) দ্বারা বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত আগ্রাসন প্রতিরোধের আভাস দেন।
- ১৯৪৭ সালে মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan) প্রস্তুত করা হয় ইউরোপের দেশগুলির জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করবার উদ্দেশ্যে, যাতে করে তারা বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বস্ততার থেকে অর্থনৈতিক ভাবে পুনরায় উন্নতি লাভ করতে পারে - যদিও সোভিয়েত এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে।
- ১৯৪৭ সালে George F. Kennan-এর বিস্তার নিরোধক নীতি (Containment Policy) দুনিয়াব্যাপী সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদকে রোধ করবার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল, যা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'Foreign Affairs'এ একটি প্রবন্ধ রূপে "The Sources of Soviet Conduct'।
- জাডানভ তত্ত্বের (Zhadanov thesis) মাধ্যমে আন্দ্রেই জাডানভ্ তাঁর "দুই-শিবির তত্ত্ব" (Two Camp Thesis) কে কম্যুনিস্ট মতবাদী 'কমিনফর্ম' মহাসভায় (Cominform Congress) পেশ করেন|

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপকে নিয়ে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে North Atlantic Treaty Organisation (NATO) গঠিত হয়। সেই বছরেই সোভিয়েতের পরমাণুকরণ এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তিরূপে চীনের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৫২ ও ৫৩ সালে যথাক্রমে আমেরিকা ও সোভিয়েতের হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার এবং পরিশেষে সোভিয়েতের নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালে Warsaw Pact গঠন - এই সব ঘটনাগুলি দুই পক্ষের মাঝে আরও মেরুপ্রবণতা রচনা করে।